বর্ণালির বার্ধক্য

তন্ময় মজুমদার

মাটি দিয়ে ইট গাঁথা, মাথায় খড়ের চাল জলে ভিজে রোদে পুড়ে কালো, ঠিক কালো নয় কাকের পেটের মত রঙ, একটাই দরজা। ঢোকার এবং বেরুনোর জন্য, মোটা ফ্রেম, অসমান পাল্লা। ঠিকঠাক বন্ধ হয় না, দোচালার মত দুটো প্রান্ত ঠেকে থাকে। মাটির মেঝে, মেঝে থেকে সর্বদাই বার হয় দুঃখ ও অভাবের গন্ধ। গন্ধটা কেরোসিনে জ্বালানো লম্ফের ধোঁয়ার মত। এটাই সদ্য প্রয়াত অষ্টপদের বাড়ি। উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক ভাগাভাগির পর পাওয়া এক কাঠারও কম জমিতে থাকা একদা গোয়াল ঘরের সামান্য সংস্কার করে বিয়ের পর অষ্টপদ স্ত্রী আশালতাকে নিয়ে একান্ত নিজের সংসার পেতেছিলেন। বাড়ির সামনে এক চিলতে উঠোন। উঠোনে ছিল সাইকেল এবং সাইকেল রিকশা সারানোর দোকান। এই দোকান চালিয়ে একদা অষ্টপদর সংসারের খরচ উঠে আসত। বেশ কিছুদিন হলো তিনি পরিশ্রম করতে পারতেন না। তাই দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে।

নিজের বাড়ির উঠোনে অষ্টপদর শব শোওয়ানো, একটা ছেঁড়া ছেঁড়া অতি নোংরা মাদুরের ওপর। মাদুরটা কোন হিতৈষীর দান। আশালতা চেনা অচেনা যারাই ওঁদের বাড়ির ত্রিসীমানায় গত ক'দিন চলাফেরা করেছিল সবাইকে ধরে ধরে বিলাপ করেছিলেন, মানুষটা বোধহয় আর বাঁচবেক লাই। তবু একবার হাসপাতালে লিয়ে চল।

বৃদ্ধার বিলাপে সবাই কষ্ট পেয়েছিল। এগিয়ে এসেছিল কেবল পাড়ার ছয় সাতটা ছেলে। ওরা রোজগারের চেষ্টায় নানা রকম কায়িক শ্রম করে, তারপর সুযোগ পেলেই জুয়া খেলে। যেন জুয়া খেলার জন্যই রোজগার করা। ঐ ছেলেরা কাল দুপুরে অষ্টপদর কোমায় চলে যাওয়া দেহটা জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সারা রাত ভালো অথবা খারাপ খবরের অপেক্ষায় থেকে আজ সকালে অষ্টপদর মৃতদেহ ফেরত এনেছে।

আশালতার বয়স কত? বলা মুশকিল তিন কুড়ি, চার কুড়ি নাকি পাঁচ কুড়ি। মহিলার শরীরের অনাবৃত অংশটুকুতে কুঞ্চিত ত্বক এবং বলিরেখার খুব আতিশয্য। অষ্টপদর শবের পায়ের কাছে মেয়ে আশাবরী। বসা। বুকের কাছে দু'হাতের বেষ্টনে জড়ো করা দুটো হাঁটু। হাঁটুর ওপর অবিচল থুতনি। আশাবরীর বয়স পঁয়ত্রিশের মত, দারিদ্র শরীরকে স্পর্শ করতে পারেন নি। ওর শরীরে উপচে পড়া যৌবন। যদিও শাড়ি ব্লাউজ এসবের বড়ই অভাব, যা আছে সবই ছেঁড়া ফাটা। হঠাৎ আশালতা আপন মনে ডুকরে উঠলেন, কত দিন মানুষটা পের ভরে ভাত - রুটি কিছুই খ্যাতে পেল্যনা 'গ'। ম্যায়া হ্যায়া বাপের লাগ্যে একটু খিচুড়ি চাইলে আনতে লারলি। ডোবা ঘাঁটে লিয়ে আলি কলমি শাক! শাকসিদ্ধ খাইয়ে খাইয়ে লোকটা হাগতে হাগতে মর্‍্যে গেল।

আশাবারী বুকের চারপাশে ছেঁড়া আঁচলটা টেনে নিলেন ব্লাউজের ছেঁড়া ফাঁটা আড়াল করার জন্য। তারপর মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে নির্বিকার হয়ে গেলেন। মেয়ে কেন পাড়ায় স্কুলে মিড-ডে -মিলের বাড়তি খিচুড়ি আনতে যেত না? কারণটা আশালতা জানেন। তবুও এই অভিযোগ। হতে পারে স্বামীর মৃত্যুর জন্য অন্য কারোর দিকে অভিযোগের আঙুল তোলার সাহসের অভাব। তিনি নিজেও তো ক্ষুধায় ক্ষুধায় জর্জরিত। মেয়ে খিচুড়ি নিয়ে এলে আশালতাও ভাগ পেতেন। ক্ষুধার কষ্ট কমত। হতে পারে নিজের ক্ষুধা নিবারণ না হওয়ার জন্যই এই অভিযোগ। পেট এবং ক্ষুধা দুটো আশাবরীর নিজেরও আছে। কেননা ও এখনও জীবিত। তোবড়ানো বাসন হাতে খিচুড়ি সংগ্রহের জন্য অনেকেই লাইনে দাঁড়ায়। আশাবরীও দাঁড়িয়ে ছিলেন পর পর বেশ ক'দিন। ফেরার সময় খিচুড়ির গরম ধোঁয়ার ঘ্রাণ নিতে নিতে পেট ভরে যেত। বাবা মাকে বাগ করে দেবার পর নিজের টুকু ঢাকা থাকত ক্ষিধে পেলে কোন এক সময় খেয়ে নেবার জন্য। বিতরণের সময় স্কুলের সেক্রেটারি নিজেই উপস্থিত থাকে। এই উপস্থিতি এক প্রকার পুঁজি। দুঃস্থ মানুষ তাদের অন্নদাতাকে চেনে। অন্নদাতার পরিচিতি নানাভাবে কার্যকরী। ভোটের সময় কাজ দেয় খুব। এছাড়াও ব্যক্তিগত সিদ্ধি পাওয়া যায়। পর পর ক'দিন নিজ হাতে বাসন ভর্তি খিচুড়ি দেবার পর একদিন আড়ালে ডেকে স্কুলের সেক্রেটারী আশাবরীকে বলেছিল, রোজ রোজ হারামে খাবার পাওয়া যায় নাকি? যে বাসন মাজে তার শরীর খারাপ। আজ সব বাসন মেজে ধুয়ে তুলে দিবি। তারপর বাড়তি যা কিছু থাকবে সব নিয়ে যা।

বাড়িতে রান্না করলেও তো মাজা ধোয়া করতে হয়। অনেকগুলি পরিবারের পড়ুয়া বাচ্চাদের জন্য এই মিড-ডে - মিলের আয়োজন। নিজেদের রান্নাঘরে অনেক দিন হলো সেভাবে উনান জ্বলেনি, হাঁড়ি চাপেনি। তেমন কপাল থাকলে শ্বশুরবাড়ির রান্নাঘরের কর্ত্রী হতে পারত। একাধিক বাচ্চাকাচ্চা পায়ে পায়ে ঘুরত। খাবার নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করত। এইসব গ্রামের দিকে, সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে ক'জন আর বাসন মাজার জন্য ঝি, ঠিকে ঝি রাখে? তেমন কপালে থাকলে তো নিজের সংসারের বাসন মাজতে হত। স্কুলের সেক্রেটারির প্রস্তাব শুনে আশাবরীর মনে হয়েছিল বেঁচে থাকলে ওর নিজের গর্ভে ধরা বাচ্চাটাও থাকতে পারত এই পড়ুয়াদের দলে। বাসন উপচানো খিচুড়ি বাড়িতে নিয়ে যাবার আকাঙ্খা অবশ্যই ছিল। কিন্তু বাসন মাজার সময় অনুভূতি হচ্ছিল যে রান্নাঘরের কাজ মিটে যাবার পর নিজেরই সংসারের বাসন মাজতে বসেছে। নিজেকে মনে হচ্ছিল এক অতিবৃহৎ সংসারের অপরিহার্য একজন। একটা বাচ্চা ভোলানো গান সুর ও কথাসহ সুপ্ত ছিল স্মৃতিতে। সেই গান অস্ফুটে গাইতে গাইতে ডাঁই করা বাসন মাজতে মাজতে আশাবরী একসময় দেখলেন স্কুলের কলতলায় সন্ধ্যা নেমেছে এবং সেখানে স্কুলের সেক্রেটারী ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। সেক্রেটারির মুখটা ভাম বিড়ালের মত, চোখে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উত্তেজনা ও অভিসন্ধি। আশাবরীর ছেঁড়া ব্লাউজটা আরও ছিঁড়ে গিয়েছিল। এখন ওটাই ওর গায়। স্তনে নখের আঁচড় পেকে উঠেছে। সেক্রেটারি নেতা মানুষ, তাই নখে বেশ বিষ।

ক্ষুধার্ত শরীর, একটানা বিলাপও বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। একটু জিরিয়ে আশালতা আবার বিলাপ শুরু করলেন, তুই স্বামীর সংসার ছাড়লি। চিন্তায় চিন্তায় তর বাপ অসুস্থ হয়ে পড়ল। দকানের কাজ শিঙায় উঠল। কেনে রে বাপখাঘী মেয়ে দেশে কী আর কেউ সতীনের সঙ্গে ঘর করে নাই। আমি তো জামাইকে দোষ দিবনা। তুই পুলিশের ভয় দ্যাখাইয়ে জামাইরে তাড়ালি। তর বাপও সায় দিয়ে তুকে মাথায় তুলল্য। কোলের ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরল। তবুও শিক্ষা লিলি নাই।

আশালতার পাঁজরের হাড়গুলো ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। বোঝা যায় অভিযোগগুলো আন্তরিক। সংসারের এই দুর্দশার জন্য নিজের মেয়েকে অভিযুক্ত করে হয়ত শান্তি খুঁজছেন এই বৃদ্ধা। কিন্তু এসব অভিযোগ শুনে অষ্টপদ কী হাসছেন? তার মুখমন্ডলে পরম শান্তির আভাস। দারিদ্র, কলহ, দলবাজি, আদরের কন্যার প্রতি শক্তিমান লম্পটদের লোলুপতা, অসুখ, অপুষ্টি কোনকিছুই তাঁকে আর স্পর্শ করছে না। মৃত্যু আগে বয়স পঁয়ষট্টি পেরিয়েছিল। এখন দেখাচ্ছে অনেক কম। হয়ত অনেক অনেক অপেক্ষার পর এই সময়টা তাঁর জীবনে এসেছে। হঠাৎ গ্রামের সব ক'টা কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠল, গাছের ডালে ডালে অজস্র কাক একসঙ্গে শোরগোল তুলল। ভর দুপুরে সূর্যগ্রহণের জন্য অন্ধকার নেমে এলে এমনটাই হয়। আশালতা রাস্তার দিকে তাকাল। এক দঙ্গল লোক। ধুলো উড়িয়ে এদিকেই আসছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রদান গোকুল সরদার সবার আগে। লোকটা হাঁটতে হাঁটতে খুব হাত নাড়ছে কাউকে কিছু বোঝানোর জন্য। পাশেই স্কুলের সেক্রেটারি। কে বলবে অসহায় দরিদ্র কোন মেয়েকে সুযোগ মত পেলে ওর হাতে বাঘনখ গজায়, জিহ্বায় জড়িয়ে যাওয়া দাম্ভিক, অশালীন কথাগুলো লালা হয়ো ঝরে অনবরত। ভিড়টা কাছে এলে আশালতা দেখেন পাঁচ ছয় জন ছাড়া ওখানে সবাই তার পরিচিত। এ গ্রাম কিংবা পাশের গ্রামের লোক। অপরিচিত লোকগুলোর হাতে অপরিচিত বস্তু। আশালতা এবং আশাবরী হ্যান্ডি ক্যাম, বুম, মাইক্রোফোন এসবের সঙ্গে পরিচিত নন। বোঝা যায় অপরিচিত লোকগুলো আগ্রহী নয়, তবুও গায় পড়ে গোকুল সরদার কিছু বোঝাতে চাইছে। বিলাপ এবং দোষারোপ বন্ধ। আশালতা এগিয়ে আসা ভীড়টাকে দেখে ভাবছেন, এরা কী তার স্বামীর দেহটা শ্মশ্মানে দাহ করার দায়িত্ব নেবে? তাহলে ভালোই হয়। এখনই শবদেহ থেকে মরা কুকুর বেড়ালের মত দুর্গন্ধি বার হচ্ছে।

আরও কাছে আসতে স্পষ্ট হলো এ ভীড়ে রয়েছেন এক মহিলা। পুরুষদের মত চুলের ছাঁট, পোশাক এবং হাতে একটা বুম। তিনি বললেন, নমস্কার! চ্যানেল হানড্রেড থেকে এসেছি। আপনারই নাম আশালতা?

কুকুরগুলোর ডাকাডাকি বন্ধ। কাকগুলোর শোরগোলও। বাবু বিবিদের আপনি করে বলা ওর আবাল্য অভ্যাস। আশালতাকে কেউ কখনো আপনি বলেনি। পার্টির নেতা ও পঞ্চায়েত প্রধান গোকুল সরদার ভয়ঙ্কর মানুষ। তার কথায় ভোটের সময় ছাপোষা গৃহস্থ এবং এলাকার সব চোর ডাকাত গুন্ডা একসঙ্গে মিছিল করে। পাড়ার স্কুলের সেক্রেটারী গোকুলের বশংবদ। অঙ্গণওয়াড়ি এবং মিড-ডে-মিল কাজে এলাকার মেয়ে বৌদের চাকরি দেওয়ার ওর দায়িত্ব। এলকায় ফিসফাস হয় সবক'টা মেয়ে বৌকে এঁটো করেছে লোকটা। বিরোধী রাজনীতি করা পরিবারগুলোর মেয়ে বৌদের ওপর এর বিশেষ নজর। পুরুষদের মত পোশাক পরা মহিলাটি প্রধান এবং সেক্রেটারির সঙ্গে এসেছেন। আশালতা বুঝতে পারেন না কী উত্তর দেবেন? কোন উত্তর পছন্দ হবে প্রধান ও সেক্রেটারির ? এই সময় প্রধানই উত্তর দিল, হ্যাঁ! হ্যাঁ! উনিই আশালতা। প্রয়াত অষ্টপদের স্ত্রী। আমাদের রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। তবুও বলব বড় ভালো মানুষ ছিলেন অষ্টদা।

আশালতা শোক দুঃখ ভুলে গেলেন। প্রধানও সম্মান দিচ্ছে, আপনি করে বলছে এবং এখন অবধি সবই সত্য কথা বলল। অতএব আশালতা ও সব সত্য কথা বলতে পারেন। তাই জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার বললেন, আমিই আশালতা।

মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে নিয়ে মহিলা তখন বলে চলেছেন। পুরুলিয়া জেলার বাকলতোড় গ্রাম থেকে মধুমিতা বলছি। পঞ্চায়েতের সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের কারণে পুরুলিয়া জেলার অসংখ্য পরিবার অনাহারের সঙ্গে লড়াই করছে। আজই বাকলতোড় গ্রামে একজন অনাহারে মারা গেছেন। এখন আমরা প্রয়াত অষ্টপদর বাড়ির উঠোনে তাঁর স্ত্রী আশালতার মুখোমুখি।

মধুমিতা মাইক্রোফোনটা আশালতার মুখের কাছে নিয়ে জানতে চান, আপনারা শেষ কবে পেটভরে খেয়েছিলেন?

মনে নাই!

আপনার স্বামী অনাহারে মানে না খেয়ে খেয়ে একটু একটু করে তিলে তিলে মারা গেছেন তো?

সত্যি কথাই বলা যায়। মিথ্যে বললে ঐ ভয়ঙ্কর প্রাধান রাগ করবে। আশালতা বলেন, খালি পেটে রোগে ভুগে বড় কষ্ট পেয়ে লোকটা মারা গেল গো! শেষ ক'দিন জল থেকে তুলে আনা শাক খাইয়েছি ক্যাবল।

গোকুল সরদার চিৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা! পরশু গ্রামে মহোৎসব ছিল। মোচ্ছবের খিচুড়ি নিয়মিত দেওয়া হত তোমাদের। ডিম, মাছ, মাংস সবই দেওয়া হত তোমাদের। এ্যাই আশাবরী এদিকে আয়। ভেজা বেড়ালের মত বসে আছিস কেন? তোকে থালা ভর্তি খাবার দেওয়া হতো কি হতো না? এইসব কলকাতার টিভি সাংবাদিকের সব সত্যি কথা বল! স্কুলের সেক্রেটারি সাক্ষী আছে।

স্কুলের সেক্রেটারি মাথা নাড়ছিল। এবার মুখ খোল। গোকুলদা আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিড-ডে-মিলের খাবার বাঁচিয়ে এইসব দরিদ্র পরিবারের জন্য বিতরণ করি। সব অকৃতজ্ঞ। এরা পার্টির কাছে হাত পেতে সাহায্য নেবে। পরে সুবিধে মত পাল্টি খায়।

মধুমিতার চোখমুখে কাঠিন্য। বলেন, মিড-ডে-মিলের চাল ডাল আপনাদের পার্টি দেয়, না সরকার? একটু পরিষ্কার করবেন গোকুল বাবু।

আশাবরী একই জায়গায় একই রকম বসে। বাবা অষ্টপদর পা ছুঁয়ে। প্রধান কিংবা সেক্রেটারি ডাকলেই যদি উঠে যেতে পারত তাহলে অনাহার ও চূড়ান্ত অপুষ্টিতে ভুগে ওদের নিত্য সঙ্গী হতো না। হয়ত বেবাটাও বেঁচে থাকত।

মধুমিতা আবার মাইক্রোফোনটা আশালতার সামনে ধরে বলেন, মিড-ডে-মিল স্কুলের বাচ্চাদের খাবার কথা। আপনাদের নয়। আপনাদের জন্য আছে অন্ত্যোদয় যোজনার কার্ড। বার্ধক্য ভাতা। পঞ্চায়েত থেকে এসব কী আপনারা পেয়েছেন?

আশালতা ঘাড় নাড়েন। পাননি।

গোকুল সরদার আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, নিয়ম মেনে আবেদন করলে এসব পাওয়া যায়। অষ্টপদ আবেদন করেনি। তাই পায়নি। এখন আপনারা কলকাতা থেকে এসে জলঘোলা করছেন। এখানে কোন কোন পরিবারের জন্য অনাহারের মত পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। সত্য। কিন্তু কেউই না খেয়ে মারা যাচ্ছে না। কী বউদি, সত্যি কথাটা বলে এদের বিদায় করো তো। অষ্টদার ডেড বডি থেকে পচা গন্ধ ছাড়ছে। শশ্মানে যেতে হবে। কে যাবে। এইসব শহরের জামাপ্যান্ট পরা মেয়েছেলে? গেলে আমাদের পার্টির ছেলেরাই যাবে। পঞ্চায়েত থেকে খরচ দেবে। তারপর শ্রাদ্ধ শান্তির খরচ আছে। লোকাল কমিটিতে কথা হয়েছে। সে খরচাও আমরা দেব।

আশালতা ভাবছেন তাঁর প্রয়াত স্বামীর কথা। বড় গুমোর ছিল লোকটার। বলত, গোকুলের দাদু আমার দাদুর জমিতে মজুর খাটত। ওর কাছে সাহায্য চাইলে আমাদের বংশ মর্যাদা লষ্ট হব্যেক।

আশালতা ভাবছেন, এত গুমোর কোন কাজে এলো? বুড়ো বয়সে না খেতে পেয়ে লোকটাকে মরতে হলো। লোকটা একবারও নিজের মেয়ে বউএর ভালোমন্দ মাথায় রাখল না। গোকুল সরদার পাশে না থাকলে মেয়েটাকে এবার শিয়াল বিড়াল ছিঁড়ে খাবে। সব মৃত্যুই যন্ত্রণার যদি তা ধীরে ধীরে কোন মানুষকে গ্রাস করে। দু'বেলা পেট পুরে খাবার পরও যদি রোগে ভুগে তিল তিল করে মারা যেত অষ্টপদ। বয়স তো হয়েছিল যথেষ্ট।

আশালতা বলেন, আমরা ইবার শ্মশানে যাব। বয়স হলে সবাইকে শ্মশানে য্যাতে হয়। আমাদের মত গরীব ঘরের বুড়ো বুড়িদের জন্য নদীর পাড়ে নতুন শ্মশান বানাইয়ে দিয়েছে গোকুল টাকুরপোর পার্টি। আসা যাওয়ার খরচা নাই। পার্টির ছ্যালেরাই গোকুল ঠাকুরপোর কথায় আমাদের কাঁধে করে শ্মশানে পৌঁছে দেয়। শ্মশানের মত শান্তি আর কোথায় আছে বলুন? গ্রামের মানুষের জন্য এই শান্তিটুকুই অনেক। আমরা ইয়ার বেশি আর কিছু চাই না।